কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে

রোগীদের জন্য সুসংবাদ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

www.pathagar.com

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে

রোগীদের জন্য সুসংবাদ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এম পি

www.pathagar.com

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রোগীদের জন্য সুসংবাদ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এম পি

প্রকাশনায়
আল ইসলাহ্ প্রকাশনী
মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

১ম প্রকাশ
জুন ২০০৯ ইং
৩য় প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০১৮ ইং
জমাদিউস সানী- ১৪২৪
ফাল্গুন- ১৪৩৯

নির্ধারিত মূল্য : ১২.০০ টাকা মাত্র

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
❑ বাংলাবাজার ❑ মগবাজার ❑ কাঁটাবন
মোবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০, ০১৬২৮৬০৭০১৮

GOOD NEWS FOR THE PATIENTS IN THE LIGHT OF QURAAN AND SUNNAH By Prof. Mujibur Rahman, Published by Al-Islah Prokasoni, Mohishal Bari, Godagari, Rajshahi, Bangladesh.

Fixed Price : 12.00 Taka Only.

www.pathagar.com

সূচীপত্র

- ভূমিকা ৪
- রোগীর লাভ ৬
- রোগী দর্শণার্থীদের লাভ ৬
- রোগী খুশী হবার কারণ ৬
- অসুস্থ লোক সম্পর্কে আল কুরআন ৭
- রোগী সম্পর্কে হাদীসে যা এসেছে ৮
- হাসপাতালে নেয়ার পূর্ব প্রস্তুতি ৯
- রোগী দেখার ফজিলত ৯
- রোগী দেখার নিয়ম ১২
- হাদীসে বর্ণিত চিকিৎসা ১৩
- সারমর্ম ১৩
- রোগীর জন্য সতর্কবাণী ১৪
- রোগীর জন্য দোয়া ১৪
- মৃত্যুর আগে রোগীর অসিয়ত ১৫
- মৃতের অত্মীয়স্বজনের করণীয় ১৫
- মৃতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দোয়া ১৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সুখী ব্যক্তিরা যখন কিয়ামতে দেখবে বিপদগ্রস্থদের নেকী দেয়া হচ্ছে তখন আক্ষেপ করবে আহা যদি দুনিয়াতে তাদের চামড়াকেঁচি দ্বারা কাটা হত।"

(তিরমিযি-জাবের রা.)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

"আল্লাহ যখন আমাকে অসুস্থ করেন তখন তিনিই আমাকে সুস্থ করেন।" (সূরা আশ শু'আরা, আয়াত : ৮০)

ভূমিকা

নাহমাদুহু অনুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারীম

আমাদের সমাজে কোন কোন অসুস্থ লোককে জিজ্ঞেস করলে বা টেলিফোন করলে আলহামদুলিল্লাহ বলে না- বলে ভাল নেই, কোন রকমে চলে যাচ্ছে, এক রকম আছি, মোটামুটি আছি ইত্যাদি। কিন্তু তার পাশে তার চেয়েও যে খারাপ ও মরনাপন্ন অবস্থায় লোক আছে, আল্লাহ যে তার চেয়ে তাকে ভাল রেখেছেন এ কথা চিন্তা করে তার অবশ্যই শুকরিয়া আদায় স্বরূপ আলহামদুলিল্লাহ বলা উচিত।

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে পৃথিবীতে তার এবাদত বা তার হুকুম মেনে চলার জন্য পাঠিয়েছেন। মানুষকে দুঃখ কষ্ট দ্বারা পরীক্ষা করে দেখেন যে সে কেমন হুকুম মেনে চলে। যারা পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন তারা দুনিয়াতেও সফল, আখেরাতেও সফল।

পরীক্ষা দিলেই প্রমোশন হয়, পরীক্ষা ছাড়া প্রমোশন হয় না। তাই পরীক্ষা আসলে প্রমোশনের চিন্তা করে পরীক্ষার্থী খুশী থাকে, বেজার থাকে না। দুনিয়াতে কষ্ট হোক তা কেউ চায় না। সবাই চায় দুঃখ কষ্ট থেকে দুরে থাকতে। সুখী জীবন যাপন করার স্বপ্ন সবার। কিন্তু বুঝতে হবে সুখী জীবন লাভ করার জন্যই দুঃখের পথ পাড়ি দিতে হয়। দু:খ ছাড়া সুখ হয় না।

একজন কৃষক অনেক দু:খ কষ্ট শ্রম সাধনা করে জমি আবাদ করে। এক সময় তার জমি ফুলে ফলে সুশোভিত হয়। আনন্দে তার মন ভরে উঠে।

www.pathagar.com

একজন ডাক্তার অনেক পরিশ্রম করে একজন মরনাপন্ন রোগীর চিকিৎসা করতে থাকে। বিভিন্ন অপারেশন ও সেবা দিয়ে সুস্থ করার চেষ্টা করে। যখন রোগী সুস্থ হয় ডাক্তারের মন তখন আনন্দে ভরে উঠে।

একজন ছাত্র ভাল রেজাল্ট করার জন্য ঘুম ও বিশ্রাম ত্যাগ করে রাত্রি জাগরণ করে লেখা-পড়া করে এবং পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষার পর ফল প্রকাশ হলে সে আনন্দ লাভ করে। তাহলে বুঝা যায় যে, পরিশ্রম ও দুঃখকষ্ট করা ছাড়া সুখশান্তি পাওয়া যায় না। যারা এ জ্ঞানটুকু রাখে তারা ভালমতই জীবন যাপন করে থাকে। কিন্তু যারা বুঝতে পারে না তাদের মনে কষ্ট লাগে বেশী। এখানেও কষ্ট, আখেরাতের জীবনেও কষ্ট।

দু:খ কষ্ট করে কাজ করতে থাকলে পরিণাম ভাল হয়। আর ভাল পরিনামই একজন ঈমানদার মানুষের কাম্য। তাই ভাল কিছু অর্জনের জন্য কিছু কষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। অসুস্থ লোকদের জন্য পরিণাম এজন্য ভাল যে কষ্টের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। জান্নাতে যাবার পথ পরিস্কার হয়।

আমাদের সমাজে অসুস্থ লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। প্রতিদিন রোগীর চাপ ও সংখ্যা মেডিক্যাল ক্লিনিকগুলোয় বাড়তেই আছে। এসব যায়গায় রোগীদের মন যদি ভাল থাকে, উদ্দেশ্য লক্ষ্য যদি পরিস্কার থাকে তবে শারীরিক অসুস্থ লোকও মানষিক শান্তি পায়। সাথে সাথে তার সংগে অবস্থানরত আত্মীয় স্বজনরাও একটু ভাল অবস্থায় ও খুশী মনে সেবা যত্ন করতে পারে।

বইটির জন্য কোন পরামর্শ থাকলে তা পাঠানোর জন্য অনুরোধ থাকলো।

আজকের লিখাটি রোগীদের জন্যই, যারা আখেরাতে ঈমান রাখে তাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে বলে আমার বিশ্বাস। আল্লাহ্ পাক এ উদ্দেশ্যকে সফল করুন এবং বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই যাযা (উত্তম পুরস্কার) দান করুন। আমীন ॥

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এম পি

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রোগীর লাভ

সংক্ষেপে মনে রাখার মত দশটি লাভ :

১. রোগীর কষ্টের কারণে আল্লাহ্ তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।

২. আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণের কারণে নেকীর পরিমাণ বাড়তে থাকে।

৩. কাজ না করেই ভাল আমলের (যেগুলো সুস্থাবস্থায় করতে অভ্যস্থ্ ছিল, অসুস্থ্তার কারণে এখন বাদ পড়ে গেছে) নেকী পেতে থাকবেন

৪. অসুস্থ্ লোকের দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মত কবুল হয়।

৫. জ্বর গুনাহসমূহ দূর করে যেভাবে হাপর লোহার মরিচা দুর করে।

৬. রোগে মৃত্যু শাহাদাত স্বরূপ।

৭. রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যদি আল্লাহর শোকর করে তবে সে তার রোগশয্যা থেকে এমন অবস্থায় উঠবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন।

৮. দু'চোখ অন্ধ ব্যক্তি সবর করলে আল্লাহ্ তাকে তার পরিবর্তে জান্নাত দান করেন।

৯. অসুস্থাবস্থায় মৃত ব্যক্তি জান্নাতী খাবার পায়।

১০. অসুস্থাবস্থায় মৃত ব্যক্তির কবরের আযাব মাফ হয়।

রোগী দর্শণার্থীদের লাভ

- অসুস্থ্ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে আল্লাহর সেবা করা হয়।
- জান্নাতের ফল সংগ্রহ করতে থাকে।
- রহমতের দরিয়ায় সিক্ত হয়।
- তাকে জাহান্নাম থেকে ষাট বছরের পথ দূরে রাখা হবে।
- ফেরেশতাতুল্য লোকের (রোগীর) দোয়া পায়।

রোগী খুশী হবার কারণ

১. দুঃখ কষ্ট রোগ শোক হলেই তার বিনিময়ে আল্লাহ্ গুনাহ্ মাফ করেন। আল্লাহ্ যদি গুনাহ্ মাফ করে দেন তাহলে জান্নাতে যাবার সুযোগ হবে- এ কথা একটি সুসংবাদ,এমন খবর জানতে পেরে অবশ্যই ঈমানদার রোগী খুশী হবে।

www.pathagar.com

২. অসুস্থ লোক আল্লাহর যিকির দোয়া কালেমা, সুস্থ লোকের চেয়ে বেশী পড়ে থাকে। ফলে তার নেকীর পরিমাণ বাড়তে থাকে। অসুস্থ না হলে এ পরিমাণ যিকিরও হত না, নেকীও হত না। নেকী বেশী হলে নিশ্চয় একজন রোগী খুশী হবেন।

৩. একজন রোগী যদি দেখে তার অসুস্থতার জন্যই তারই আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব তাকে দেখতে আসার কারণে দুনিয়াতে বসেই জান্নাতের ফল সংগ্রহ করতে পারছে- রহমতের দরিয়ায় সিক্ত হচ্ছে, জাহান্নাম থেকে ষাট বছর দূরে থাকার সুযোগ পাচ্ছে তাহলে সে কি খুশী না হয়ে পারে? ঈমানদার রোগী হলে অবশ্যই এতে খুশী হবে।

৪. একজন রোগী সুস্থ অবস্থায় যে সমস্ত ভাল কাজ করতো ,অসুস্থতার কারণে সে সমস্ত আমল করতে না পারলেও আল্লাহ তায়ালা তাকে তার আগের ভাল কাজগুলোর নেকী দিয়ে থাকেন। কাজ না করেই ভাল আমলের (যেগুলো সুস্থাবস্থায় করতে অভ্যস্থ ছিল, অসুস্থতার কারণে এখন বাদ পড়ে গেছে) নেকীগুলো দিতে থাকবেন। কাজ না করে এমন নেকী পেতে থাকলে একজন রোগী অবশ্যই খুশী থাকবে-মনে বড় ধরনের কোন কষ্ট অনুভব করবে না।

৫. অসুস্থ লোকের দোয়া ফেরেস্তাতুল্য- ফেরেশতাদের দোয়া যেমন কবুল হয়, অসুস্থ লোকের দোয়া তেমনি কবুল হয়। এ রকম কবুলিয়াতের অবস্থান পেয়ে একজন রোগী বেজার হতে পারে না- খুশী হবার কথা।

অসুস্থ লোক সম্পর্কে আল কুরআন

১. সূরা শুয়ারার ৮০ নং আয়াতে বলা হয়েছে- আমি যখন অসুস্থ হই তখন তিনিই (আল্লাহ) আমাকে সুস্থ করেন।

২. সূরা সাফফাত ৮৯ আয়াতে বলা হয়েছে- হযরত ইব্রাহীম (আ.) মুশরিকদের অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকার একটি কারণ হিসেবে নিজেকে অসুস্থ বলেছেন- তিনি বললেন আমি অসুস্থ।

৩. হযরত ইউনুস আঃ দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে জনগন যখন কথা শুনল না তখন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাদের কাছ থেকে পালাতে গিয়ে ভরা নৌকায় পার হচ্ছিলেন। লটারির মাধ্যমে পরে উঠা যাত্রী

www.pathagar.com

হিসেবে ধরা পড়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত মাছ এসে তাকে গিলে ফেলে। মাছের পেটে তাসবিহ্ করার জন্য আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করলেন। তা না হলে তাকে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটে থাকতে হত। 'শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে বড় ক্লান্ত অসুস্থ অবস্থায় এক মরুভূমিতে নিক্ষেপ করলাম'। তার উপর লতাপাতাযুক্ত গাছ সৃষ্টি করলেন।

৪. সূরা নূর এর ৬১ আয়াতে বলা হয়েছে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কারো ঘর থেকে কিছু খেলে কোন দোষ হবে না।

৫. রোগী বা অসুস্থ লোকদের রোজা পরে আদায় করে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ দিনগুলোর রোজা পূরণ করবে। *(সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৪)*

৬. সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, অসুস্থ অবস্থায়, পায়খানা ও সহবাস করার পর যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহণ কর (তার দ্বারা মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ কর)।

৭. সূরা নিসা ১০২ আয়াতে বলা হয়েছে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে অসুস্থ হয়ে পড়লে অস্ত্র সংবরণ করায় কোন দোষ নেই।

৮. সূরা তওবা ৯১ আয়াতে বলা হয়েছে, দুর্বল ও রোগাক্রান্ত লোক যদি যুদ্ধে যাবার সম্বল না পায় তবে তারা পিছনে থেকে গেলে কোন দোষ হবে না।

৯. সূরা মুজ্জাম্মিল ২০ আয়াতে বলা হয়েছে, তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কিছু লোক রোগী হতে পারে। কাজেই যতটা সহজ কুরআন পড়া যায় কুরআন পড়ে নাও।

রোগী সম্পর্কে হাদীসে যা এসেছে

১. ক্ষুধার্তকে খেতে দাও রোগীকে সেবা কর ও বন্দীকে মুক্ত কর। *(বুখারী- আবু মুশা আশআরী রা.)*

২. এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের পাঁচটি হক- (ক) সালামের উত্তর দেয়া (খ) রোগীকে দেখতে যাওয়া (গ) জানাযায় শরিক হওয়া (ঘ) দাওয়াত কবুল করা (ঙ) আলহামদুলিল্লাহ বলে হাঁচির জবাব দেয়া। *(আবু হুরাইরা, বুখারী ও মুসলিম)*

www.pathagar.com

৩. আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে বিপদগ্রস্থ্ করেন। *(আবু হুরাইরা রাঃ- বুখারী)*

৪. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে অধিক রোগ যন্ত্রনা আর কারো হয় নি। *(আয়েশা রা. বুখারী ও মুসলিম)*

৫. আল্লাহ মুসলমানের প্রতিটি বিপদ, রোগ, ভাবনা, চিন্তা, কষ্ট, দুঃখ ও শরীরে বিচ্ছু কাঁটা দ্বারা গোনাহ সমূহ্ মাফ করেন। *(আবু হুরাইরা রাঃ, বুখারী ও মুসলিম।)*

৬. জ্বরকে গালি দিও না, কারণ তা আদম সন্তানের গুনাহ্ সমূহ দূর করে যেভাবে হাপর লোহার মরিচা দূর করে। *(জাবের রা.- মুসলিম)*

৭. অসুস্থ্ মুসলমানকে দেখলে তার আরোগ্যের জন্য দোয়া করতে হয়। *(ইবনে আব্বাস রাঃ, আবু দাউদ)*

হাসপাতালে নেয়ার পূর্ব প্রস্তুতি

(১) বিশুদ্ধ খাবার পানি (২) প্রয়োজনীয় শুকনা খাবার (৩) রোগীর প্রেসক্রিপশন রিপোর্ট (৪) পবিত্র মাটি (তায়াম্মুমের জন্য) (৫) জায়নামাজ (৬) তাফসিরুল কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী সাহিত্য (৭) কাপড় টুথ পেস্ট ও ব্রাস (৮) স্পঞ্জের স্যান্ডেল (৯) প্লেট ও গ্লাস (১০) আয়না-চিরুনী (১১) টিস্যু ও টয়লেট পেপার।

রোগী দেখার ফজিলত

১. রোগী দেখতে গিয়ে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত একজন মুমিন জান্নাতের ফল সংগ্রহ করতে থাকে। *(সাওবান রা.–মুসলিম)*

২. হাদীসে কুদসীতে এসেছে- আল্লাহ্ বলবেন- আমি অসুস্থ্ ছিলাম আমাকে দেখতে যাওনি, বান্দাহ বলবে হে আমার রব, আমি কি ভাবে তোমাকে দেখতে আসতাম, অথচ তুমি সকল জগতের প্রভু? তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দাহ অসুস্থ্ ছিল, অথচ তাকে তুমি দেখতে যাওনি। যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে তাহলে নিশ্চয় আমাকে সেখানে পেতে। *(আবু হুরায়রা রা.- মুসলিম)*

www.pathagar.com

৩. বান্দাহ যখন রোগে আক্রান্ত হয় বা সফর করে তার জন্য তাই লেখা হয় যা সে সুস্থ অবস্থায় বা বাড়ীতে থাকলে করত- *(আবু মুশা আশয়ারী রা. -বুখারী.)*

৪. নিম্নলিখিত নিহত পাঁচ ব্যক্তি শহীদ হিসেবে বিবেচিত হবে- (ক) মহামারীতে (খ) পেটের অসুখে (গ) পানিতে ডুবে (ঘ) চাপা পড়ে (ঙ)আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে। *(আবু হুরাইরা রা.- বুখারী ও মুসলিম)*

৫. জ্বর দুঃখ কষ্ট দ্বারা গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি টাকা হারানোর দুঃখ, গুনাহসমূহকে বের করে দেয়। *(আলী ইবনে যায়েদ রা.-তিরমিযী)*

৬. কোন মুসলমানকে যখন শারীরিক বিপদে ফেলা হয় তখন ফেরেশতাকে বলা হয় তার জন্য তাই লিখতে থাক সে যে নেক কাজ আগে করত। *(আনাস রা.-শরহে সুন্নাহ)*

৭. কেউ রোগগ্রস্থ হওয়া সত্বেও যদি সে আল্লাহর শোকর করে তবে সে তার রোগশয্যা থেকে এমন অবস্থায় উঠবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন। হাদীসে কুদসিতে আছে, আল্লাহ আরো বলবেন, আমি আমার বান্দাহকে বদ্ধ করে রেখেছি এবং রোগগ্রস্থ করে রেখেছি। অতএব তোমরা সুস্থ অবস্থায় তার জন্য যা লিখতে তাই তার জন্য লিখতে থাক। *(শাদ্দাদ ইবনে আওস রা.- আহমাদ.)*

৮. হাদীসে কুদসীতে আছে আল্লাহ বলেন, কোন বান্দাহর দুটি প্রিয়বস্তু চোখকে বিপদগ্রস্থ করলে যখন সবর করে আমি তাকে তার পরিবর্তে জান্নাত দান করি- *(আনাস রা.- বুখারী)*

৯. এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে সকাল বেলা দেখতে যায়, তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্যন্ত দোয়া করতে থাকে এবং সন্ধ্যা বেলা দেখতে গেলে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য সকাল পর্যন্ত দোয়া করে ও জান্নাতে একটি বাগান তৈরী হয়- *(আলী রা.- তিরমিযী)*

১০. যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোন মুসলমান ভাইকে দেখতে যায় তাকে জাহান্নাম থেকে ষাট বছরের পথ দূরে রাখা হবে। *(আনাস রা., আবু দাউদ)*

১১. জ্বরকে মন্দ বলো না, জ্বর গোনাহ সমূহ দূর করে দেয় যেভাবে কামারের হাপর লোহার মরিচা দূর করে। *(বায়হাকী-আবু হুরাইরা রা.)*

www.pathagar.com

১২. জ্বর দুনিয়ার আগুন কিন্তু আখেরাতের মুক্তি- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক রোগীকে দেখতে গিয়ে বললেন সুসংবাদ গ্রহন করো। আল্লাহ বলেন, জ্বর আমার আগুন, দুনিয়াতে আমি আমার মুমিন বান্দাহর প্রতি পাঠাই, যাতে কিয়ামতে তা তার দোযখের আগুনের বিকল্প হয়ে যায়। *(ইবনে মাজা- আবু হুরাইরা রা.)*

১৩. হাদীসে কুদসী- আল্লাহ বলেন, দুনিয়ায় যাকে আমি ক্ষমা করার ইচ্ছা করি তার অপরাধকে শরীরের কোন রোগ বা রিজিকের কমতি দিয়ে বিনিময় করি। *(রাযীন- আনাস রা.)*

১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বৃদ্ধকালে রোগে আক্রান্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন, বললেন রোগ হচ্ছে গোনাহর কাফ্‌ফারা। আমি আমার যুবককালে অসুস্থ হলে যৌবনের সময়ের এবাদতগুলোই আমার জন্য লিখা হত- রোগের কারণে যা করতে পারতাম না। *(রাযীন-শফীক রা.)*

১৫. রোগীর দোয়া ফেরেশতাদের দোয়া, যখন তুমি কোন রোগীকে দেখতে যাবে তাকে তোমার জন্য দোয়া করতে বলবে- কেননা তার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মতো- *(ইবনে মাজাহ-ওমর রা.)*

১৬. মুসলিম নর-নারীর বিপদ লেগেই থাকে তার শরীরে, সম্পদে বা সন্তান সন্ততির ব্যাপারে- যতক্ষণ না সে গুনাহ মুক্ত হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে- *(তিরমিযী-আবু হুরায়রা রা.)*

১৭. মুমিনের রোগ তার অতীত গোনাহর কাফ্‌ফারা- *(আবু দাউদ- আমের রা.)*

১৮. পেটের রোগে মৃত ব্যক্তিকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে না- *(আহমাদ- সুলাইমান রা.)*

১৯. একটি কালো মহিলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে তার মৃগী রোগের জন্য দোয়া চাইলে তিনি বললেন, যদি তুমি সবর করতে পার তবে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। সে বলল সবর করব, আমার জন্য দোয়া করুন যাতে বিবস্ত্র না হয়ে যাই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম তার জন্য সেই দোয়াই করলেন। *(বুখারী মুসলিম- আতা রা.)*

www.pathagar.com

২০. একজন সারাজীবন রোগমুক্ত থেকে মারা গেলে এক ব্যক্তি বলল, তার কপাল ভাল, রোগমুক্ত থেকে মারা গেল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন- না, সে যদি রোগগ্রস্থ হত এটা তার গোনাহ মাফের কারণ হত। তা'হলে তার জন্য কত না ভাল হত। *(মালিক- ইয়াহইয়া র.)*

২১. যখন কোন ব্যক্তি নিজ জন্মস্থান থেকে অন্য কোন স্থানে মারা যায়, তার জন্য জান্নাতে তার জন্মস্থান থেকে শেষ পদক্ষেপ পর্যন্ত মাপা হয়। *(নাসাঈ- আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা.)*

২২. অসুস্থাবস্থায় মৃত ব্যক্তি জান্নাতী খাবার পায়- যে রোগী অবস্থায় মারা গেছে সে শহীদ হয়ে মারা গেছে, তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হবে এবং সকাল সন্ধ্যায় তাকে বেহেস্তের রিজিক দেয়া হবে। *(বায়হাকী- আবু হুরাযরা রা.)*

২৩. মুসলমানের প্রতি যে কোন কষ্ট পৌছুক বা কোন রোগ হোক বা অন্য কিছু, আল্লাহ তার দ্বারা তার গোনাহসমূহ ঝেড়ে ফেলেন, যেমন গাছ তার পাতা ঝেড়ে ফেলে। *(বুখারী মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.)*

রোগী দেখার নিয়ম

১. কোন রোগী দেখতে গেলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ভয় নেই, ইনশাআল্লাহ এটা তোমার পবিত্রতার কারণ হবে- 'লা বাস তাহুর ইনশাআল্লাহ। *(ইবনে আব্বাস রা.-বুখারী)*

২. রোগীর কাছে অল্পক্ষণ বসা (অবস্থান করা) এবং শোরগোল না করা রোগী দেখার সুন্নাত নিয়ম। *(রযীন- ইবনে আব্বাস রা.)*

৩. রোগী দেখা অল্পক্ষণ; রোগী দেখার উত্তম নিয়ম হল তাড়াতাড়ি উঠে যাওয়া। *(বায়হাকী- আনাস রা.)*

৪. যখন তোমাদের রোগী কোন কিছু খেতে ইচ্ছা করে তখন তাকে তা খেতে দেবে- *(ইবনে মাজা- ইবনে আব্বাস রা.)*

www.pathagar.com

হাদীসে বর্ণিত চিকিৎসা

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা এমন কোন রোগ নাজিল করেন নাই, যার ঔষধ পয়দা করেন নাই। (বুখারী- আবু হুরাযরা রা.)

২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কালজিরার মধ্যে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর সকল রোগের চিকিৎসা নিহিত আছে। (বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা রা.)

৩. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের তাপ হতে। সুতরাং তোমরা পানি দ্বারা উহা ঠান্ডা কর। (বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা রা.)

৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হারাম ও নাপাক জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করতে নিষেধ করেছেন। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, তিরমিযী- আবু হুরায়রা রা.)

৫. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর শরীরে আঘাত লাগলে, জখম হলে আমাকে উক্ত স্থানে মেহেদী লাগাতে নির্দেশ দিতেন। (তিরমিযী- সালমা রা.)

৬. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মাসে তিন দিন সকালে কিছু মধু চেটে খাবে সে কোন বড় ধরনের রোগে আক্রান্ত হবে না। (ইবনে মাজা, বায়হাকী- আবু হুরায়রা রা.)

৭. আবু কায়েশ রৌদ্রে দাঁড়িয়ে খুতবা শুনতে শুরু করলে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে ছায়ায় যেতে নির্দেশ দিলেন। (আদাবুল মুফরাদ-আবু কায়েশ রা.)

সারমর্ম

১. মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের ঔষধ আছে
২. কালজিরা মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের ঔষধ
৩. হারাম ও নাপাক জিনিষ দ্বারা চিকিৎসা করা নিষেধ
৪. মাসে তিন দিন সকালে অল্প মধু চেটে খাবে
৫. অশুভ ও ভূত প্রেতের ধারণার অস্তিত্ব নেই
৬. উদে হিন্দি ৭ প্রকার রোগ দূর করে.
৭. ক্ষত স্থানে মেহেদী লাগাবে।

www.pathagar.com

রোগীর জন্য সতর্কবাণী

১. আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে আরোগ্য চাওয়া শিরক

২. শেষ রাতে আল্লাহর কাছে আরোগ্য চাইতে হবে

৩. মৃতের জন্য উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা যাবে না, নিষেধ করতে হবে

৪. মৃত্যু চাওয়া যাবে না-মৃত্যু যদি কল্যাণকর হয় তবে মৃত্যু দাও-বলা যাবে

৫. অসুস্থ হলেও নামাজ ছাড়া যাবে না-কমপক্ষে ফরজ আদায় করতেই হবে, মাটিতে তায়াম্মুম করে, বসে বা শুয়ে ইসারায় নামাজ আদায় করতে হবে

৬. 'আল্লাহুম্মাসফে আনতাস সাফি' হে আল্লাহ তুমি রোগ নিরাময়কারী তুমি আমার রোগ ভাল করে দাও- দোয়াটি বলতেই থাকবে।

রোগীর জন্য দোয়া

"আল্লাহুম্মা রব্বান্নাস, ফাযহিবিল বা'স, অসফিহ, আনতাস সাফি লা শিফাউন ইল্লা শিফাউকা, শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামা"

অর্থ: হে আল্লাহ- মানুষের প্রভু, ব্যথা দূর করে দাও, তাকে আরোগ্য দান করো, তুমিই আরোগ্য দান কারী, তোমার শেফা ছাড়া কেউ শেফাদানকারী নেই, এমন আরোগ্য দান করো যাতে আর কোন রোগ না হয়। (বুখারী-আয়েশা রা.)

(ক) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে তার উপর ফুঁক দিতেন। (মুসলিম- আয়েশা রা.)

(খ) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর অসুখ হলে সূরা নাস ও ফালাক পড়ে নিজের হাতে ফুঁ দিয়ে নিজের শরীর মুছে নিতেন। (বুখারী ও মুসলিম- আয়েশা রা.)

(গ) অসুস্থ লোকের সুস্থতার জন্য সাতবার আল্লাহর কাছে চাইতে হয়। (আবু দাউদ-তিরমিযি- ইবনে আস রা.)

(ঘ) ব্যাথা দূর করার জন্য ব্যাথার স্থানে হাত রেখে তিনবার বিসমিল্লাহ বল এবং সাতবার বল- 'আউজোবে ইজ্জাতিল্লাহে ও কুদরাতিহি মিন সাররে মা আজেদু ও উহাজিরু- আল্লাহর প্রতাপ ও ক্ষমতার দ্বারা আশ্রয় চাই সেই মন্দ হতে যার অনুভব ও আশংকা করছি- (মুসলিম- ওসমান ইবনে আবুল আস রা.)

www.pathagar.com

মৃত্যুর আগে রোগীর অসিয়ত

১. মৃত্যুর সময় আমার চোখ মুখ বন্ধ করে কিবলামুখী করে দিবে।

২. ঋণ পরিশোধ কুরআনে বর্ণিত প্রথম কাজ। কেউ পাওনাদার থাকলে তাড়াতাড়ী পাওনা পরিশোধ করবে।

৩. আমি যখন মৃত্যু শয্যায় থাকব, পাশে পুরুষ মহিলা যেই থাক সে যেন আমাকে কালেমা শুনিয়ে শুনিয়ে পড়ে যেন আমার শেষ বাক্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হয় ও সূরা ইয়াসীন পড়তে থাকে ।

৪. হাদীসের কিছু বর্ণনায় সশব্দে কাঁদলে যার জন্য কাঁদা হয় তার রুহের উপর শাস্তি হবে বলে উল্লেখ পাওয়া যায়, আমার রুহের শাস্তি হোক, কষ্ট হোক এটা যেমন সেই ক্রন্দনকারী চায় না, তেমনি তাকে সশব্দ কান্না বন্ধ করে দিতে হবে।

৫. কোন অবস্থায়ই শিরক করবে না- শিরক করা সবচেয়ে বড় জুলুম।

৬. নামাজ মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় করবে।

৭. বেশী বড় দোয়া না জানলে কমপক্ষে নিচের এই ছোট দুটি কথা মুখস্ত বলতে বলবে-"আল্লাহুম্মাগফিরলাহু অরহামহু" "হে আল্লাহ তুমি তাকে মাফ কর, তুমি তাকে রহম কর" না পারলে বাংলাতে হলেও বলবে।

মৃতের আত্মীয়স্বজনের করনীয়

হাসপাতালে বা বাড়ীতে মৃত্যু হলে যা করতে হবে :

১. ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন-পড়ে কঠিন ধৈর্য সবর করবে-

২. শব্দ করে কেউ যেন কন্নাকাটি না করে। কান্নাকাটি করা বন্ধ করতে হবে।

৩. কাঁদতে চাইলে শব্দ ছাড়া চোখের পানি ফেলবে যেমন প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম তার পুত্র ইবরাহীমের ইন্তেকালে চোখের পানিতে দাড়ি ভিজিয়েছিলেন কিন্তু কোন শব্দ করেন নি।

৪. তাড়াতাড়ী জানাজা ও দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঋণ থাকলে পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সকলের কাছে তার জন্য ক্ষমা ও দোয়া চেয়ে নিতে হবে।

www.pathagar.com

মৃতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দোয়া

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে যে দোয়াটি শুনে একজন সাহাবী নিজেই লাশ হয়ে সেই দোয়া পাবার ইচ্ছা করেছিলেন- সেই দোয়াটি উচ্চারণসহ অর্থ দেয়া হল- মুখস্ত করার চেষ্টার জন্য আবেদন রেখে বিদায় নিলাম :

"আল্লাহুম্মাগফের লাহু অরহামহু অ'ফেহি অ'ফে আনহু অকরেম নুজুলাহু অ-অঅসসে মুদখালাহু অগসেলহু বিলমায়ে অসসালজে অলবারদে, অনাক্কেহি মিনাল খাতাইয়া কামাইউনাক্কাস সাওবুল আবইয়াজু মিনাদ্দানাসে অবদেলহু দারান খায়রাম মিন দারেহি,অআহলান খায়রাম মিন আহলেহি, অজাওজান খাইরাম মিন জাওজেহি, অদখেলহুল জান্নাতা অয়েজহু মিন আজাবিল কাবরে অ আজাবিন নার।"

অর্থঃ হে আল্লাহ তুমি তাকে মাফ করে দাও, তাকে রহম করো, তাকে নিরাপত্তা দাও, তাকে সম্মানিত মেহমান হিসেবে কবুল করো, তার কবরকে প্রশস্থ করে দাও, তার গোনাহ সমূহকে পানি ও শিলারাশি দ্বারা ধৌতকরে দাও, তার গোনাহ গুলোকে ঐভাবে পরিস্কার করে দাও যেভাবে সাদা কাপড় থেকে ময়লা পরিস্কার করা হয়, তাকে তার বাড়ীর চেয়ে উত্তম বাড়ী দান কর, তাকে তার আহলের চেয়ে উত্তম আহল দান করো, তাকে তার সংগীর চেয়ে উত্তম সঙ্গী দান করো, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, তাকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও। আমীন ॥

হে আল্লাহ। "তুমি হাসপাতালে ও বাড়ীতে অবস্থানরত সকল অসুস্থ ভাইবোনদের সুস্থ করে দাও।" আমীন।

"ওয়া আখেরো দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" ।

–ঃ সমাপ্ত ঃ–

www.pathagar.com